ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

মুখ্য সচিব
ত্রিপুরা সরকার

সত্যমেব জয়তে

কৃতজ্ঞতা

ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, শহর এলাকার নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং রাজ্যের শান্তিপ্রিয় জনগণের সহযোগিতাকে পাথেয় করে সমন্বিত প্রচেষ্টায় কাজ করছে রাজ্য সরকার।

বিগত বছরগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্য জাতীয়স্তরের বিভিন্ন সুখ্যাতি, পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছে। এই সকল কর্মযজ্ঞের মধ্যে রয়েছে কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে উৎপাদন ও উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, প্রশাসনিক পরিচালন পরিকাঠামো যেমন— ই-গভর্নেন্স, *আধার* প্রকল্পের রূপায়ণ এবং ত্রিপুরা পুলিশের প্রেসিডেন্টস্ কালার সম্মান লাভ ইত্যাদি। সাফল্যের নিরিখে প্রাপ্ত পুরস্কারের এ সকল তথ্যকে রাজ্যের ও বহির্রাজ্যের জনগণের অবগতির সুবিধার্থে একত্রে সঙ্কলিত করাই বর্তমানের এই প্রতিবেদনটির মূল লক্ষ্য।

ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল, মন্ত্রিপরিষদ, ত্রিপুরার বিধানসভার জনপ্রতিনিধিগণ, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানসমূহ, আমার সকল সহকর্মী এবং সর্বোপরি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী যাঁদের সক্রিয় সহায়তায় ও সহযোগিতার ফলে আমাদের এই সম্মান অর্জন সম্ভব হয়েছে, এই উপলক্ষে আমি তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করা হচ্ছে এই পুরস্কার ও স্বীকৃতি ত্রিপুরাকে ভবিষ্যতে একটি অনুকরণযোগ্য আদর্শ রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে জনগণ ও প্রশাসনকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা জোগাবে।

স. কু. পন্ডা

৭ আগস্ট ২০১২ (সঞ্জয় কুমার পন্ডা)

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

২০০১- ২০১১ দশকে সাক্ষরতার জন্য পুরস্কার লাভ

এই দশকে (২০০১-২০১১)
পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে
সাক্ষরতার হারের ব্যবধানে সর্বোচ্চ হ্রাসের জন্য
ত্রিপুরা রাজ্যকে পুরস্কৃত করা হয়।

গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১১
দিল্লীতে রাজ্যের এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে
ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারস্বরূপ একটি
স্মারক ও একটি শংসাপত্র প্রদান করেন।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ত্রিপুরায় গড় সাক্ষরতার হার ৮৭.৭৫ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা সাক্ষরতার হারের ব্যবধান ৯.০৩ শতাংশ (পুরুষ-৯২.১৮ শতাংশ এবং মহিলা- ৮৩.১৫ শতাংশ)। অনুরূপভাবে, ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুসারে রাজ্যের সাক্ষরতার হার ছিল ৭৩.২ শতাংশ এবং পুরুষ এবং মহিলা সাক্ষরতার হারের ব্যবধান ছিল ১৬.১ শতাংশ (পুরুষ-৮১ শতাংশ এবং মহিলা-৬৪.৯ শতাংশ)। বর্তমান দশকে পুরুষ এরং মহিলা সাক্ষরতার হারের ব্যবধান হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৭.০৭ (১৬.১ - ৯.০৩) শতাংশ যা হল এই দশকে(২০০১-২০১১) পুরুষ এবং মহিলা সাক্ষরতার হারের ব্যবধান হ্রাসে দেশের সর্বোচ্চ।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

নগর রত্ন পুরস্কার - ২০১১

সারা দেশের মধ্যে শহর এলাকায় হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার নিরিখে শ্রেষ্ঠ শহরের স্বীকৃতি লাভ করে আগরতলা পুর পরিষদ। এর জন্য আগরতলা পুর পরিষদকে ২০১১ সালে 'নগর রত্ন' পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

গত ৮ই জুলাই ২০১১ নতুন দিল্লীতে ভারতের মহামান্যা রাষ্ট্রপতি আগরতলা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীপ্রফুল্লজিৎ সিন্‌হার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারস্বরূপ একটি স্মারক ও মানপত্র প্রদান করেন।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৯ সালে রাজ্যের প্রতিবন্ধী কর্মচারীর জাতীয় পুরস্কার লাভ

শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা দত্ত ছয় মাস বয়সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হন। এর ফলে স্নায়ুজনিত পক্ষাঘাতের কারণে তার শরীরের পঞ্চাশ শতাংশ অচল হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মানবাধিকার এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতাসহ রসায়নবিদ্যায় স্নাতকোত্তর বৃত্তি নিয়ে কর্মজীবনে অগ্রসর হন। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উপ-অধিকর্তার পদে থেকে শিশুসহ সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে অনগ্রসর শ্রেণীকে কল্যাণমূলক পরিষেবা প্রদানে তিনি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করেন।

কর্মক্ষেত্রে এই কৃতিত্বের জন্য তাকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়। গত ৩রা ডিসেম্বর ২০০৯ নতুন দিল্লীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের মাননীয়া রাষ্ট্রপতি তার হাতে পুরস্কারস্বরূপ একটি পদক, মানপত্র ও নগদ ১৫,০০০ টাকার আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ত্রিপুরা পুলিশকে প্রেসিডেন্টস্ কালার সম্মান প্রদান

বিদগত তিন দশক যাবৎ রাজ্যের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে প্রতিহত করে মানবাধিকারকে সুনিশ্চিত করার কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ত্রিপুরা পুলিশকে প্রেসিডেন্টস্ কালার সম্মানে ভূষিত করা হয়। জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং তামিলনাড়ুর পর ত্রিপুরা হল চতুর্থ রাজ্য যাকে এই বিরল সম্মানে ভূষিত করা হয়।

গত ১১ই জানুয়ারি ২০১২ আগরতলায় অরুন্ধতীনগর পুলিশ ময়দানে একটি বর্ণাঢ্য অভিবাদন গ্রহণ অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক সঞ্জয় সিন্হার হাতে প্রেসিডেন্টস্ কালার (পতাকা) পুরস্কার প্রদানকালে ভারতের মহামান্য উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, ''ত্রিপুরা পুলিশের জন্য এ হল এক বিরল সম্মান। আমাদের মাননীয়া রাষ্ট্রপতি মহোদয়া ও সমগ্র দেশ এই পুরস্কারকে সাহসিকতা ও গৌরবের নিদর্শন রূপে দেখবেন।''

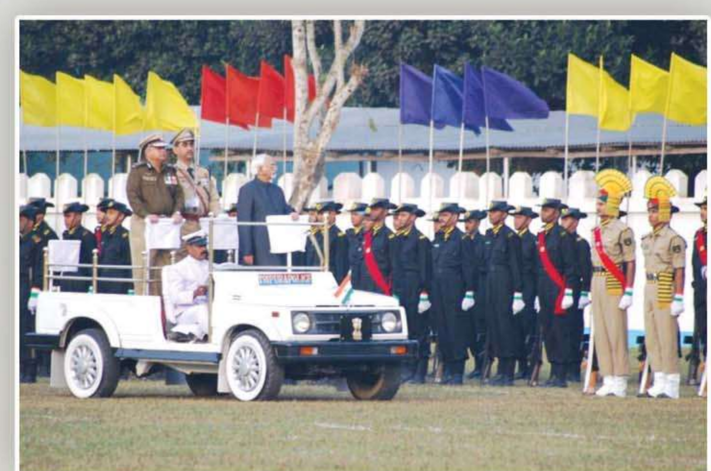

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক উৎকর্ষের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার

সম্পূর্ণ সম্মিলিত ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি প্রকল্পকে সাফল্যের সাথে রূপায়িত করায় অবিভক্ত উত্তর জেলার চার সদস্যক একটি দলকে নিজস্ব ক্যাটাগরিতে উৎকর্ষতার জন্য প্রধানমন্ত্রীর পুরস্কার-২০১১ প্রদান করা হয়। প্রয়োজনীয় তহবিল ও জনশক্তিকে একত্রীকরণের মাধ্যমে সম্মিলিত ব্যবস্থাপনার রীতিতে গৃহিত কর্মসূচি অনুসারে পঞ্চায়েতের সক্রিয় সহযোগিতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি, যথোপযুক্ত তদারকি ও মতামত আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প যেমন জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন, সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প, গ্রামীণ এলাকায় দ্রুত পানীয় জল সরবরাহ কর্মসূচি, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধি অভিযান এবং মধ্যাহ্ন আহার প্রকল্প ইত্যাদি বাস্তবায়িত করা হয়।

গত ২১শে এপ্রিল ২০১২ নতুন দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে সিভিল সার্ভিস দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উত্তর ত্রিপুরা জেলাশাসক ও সমাহর্তা শ্রীমতী সৌম্যা গুপ্তাকে দলনেত্রী হিসেবে পুরস্কারস্বরূপ একটি মানপত্র ও একটি পদক প্রদান করেন।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

এম জি এন রেগা প্রকল্প রূপায়ণে উৎকর্ষতার জন্য ২০০৮-০৯ বর্ষে পুরস্কার লাভ

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এম জি এন রেগা প্রকল্প রূপায়ণের জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলাকে উৎকর্ষ পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, শ্রম দিবস সৃষ্টি ও মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ এই জেলাকে সম্মানিত করা হয়।

পুরস্কারস্বরূপ একটি স্মারক ও একটি মানপত্র প্রদান করা হয়। গত ২রা অক্টোবর ২০১০ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবসে নতুন দিল্লীতে এক অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা শ্রীস্বপন সাহার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

কৃষি কর্ষণ পুরস্কার

দেশের তৃতীয় ক্যাটাগরির রাজ্যসমূহের (যে সকল রাজ্যের খাদ্যশস্য উৎপাদনের মাত্রা ১০ লক্ষ টনের কম) মধ্যে খাদ্যশস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ত্রিপুরা রাজ্যকে কৃষি কর্ষণ পুরস্কার ২০১০-১১ প্রদান করা হয়।

Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture & Cooperation

'KRISHI KARMAN' AWARD FOR THE HIGHEST FOOD GRAIN PRODUCTION

This is to honour the State Government of Tripura for the exemplary work of supporting farmers of the State and achieving its highest ever production of food grains during 2010-11 in category-III of States having production of food grains less than 1 million tons.

State Agriculture department effectively promoted agricultural technologies and services so adopted by the farmers that resulted in significant production gains. Notable initiatives of the State Government include extensive promotion of SRI linked with Hybrid rice technology; area expansion under boro, Aus and Aman paddy crop seasons; provisioning assured irrigation through installation of shallow tube-wells; soil health management and mechanization.

Ministry of Agriculture, Government of India recognizes the efforts made by the State Government of Tripura and presents the 'Krishi Karman' Award for achieving its HIGHEST EVER FOOD GRAIN PRODUCTION in 2010-11.

(Sharad Pawar)
Minister of Agriculture & Food Processing Industry

Place: New Delhi
Date: July 16, 2011

পুরস্কারস্বরূপ একটি স্মারক ও একটি মানপত্রসহ নগদ ২ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার গত ১৬ই জুলাই ২০১১ নতুন দিল্লীতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় কৃষি মন্ত্রী শ্রীঅঘোর দেববর্মার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

নারিকেল উৎপাদনে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার-২০০৬

সিপাহীজলা জেলার নেহালচন্দ্রনগরের শ্রীসুবাস চন্দ্র রায়কে নন-ট্রেডিশন্যাল রাজ্যের বিভাগে শ্রেষ্ঠ নারিকেল উৎপাদনকারী হিসেবে এন আই দেবাস্যি কুট্টি ম্যামোরিয়্যাল পুরস্কার-২০০৬ প্রদান করা হয়েছে। কোচিতে ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের নারিকেল উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কৃষি ও খাদ্য দপ্তরের মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীশারদ পাওয়ার পুরস্কারস্বরূপ নগদ ২৫,০০০ টাকার আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য ইনোভেটিভ ফার্মার পুরস্কার - ২০১০

সিপাহীজলা জেলার লক্ষ্মীবিলের শ্রীসুশীল মজুমদারকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ২০১০ সালে কৃষিকার্যে সাফল্যের জন্য একজন সফল কৃষক হিসেবে ইনোভেটিভ ফার্মার পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

টিউবাররোজ, গাঁদাফুল ও সবজি চাষে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে কেন্দ্রীয় কৃষি ও সমবায় মন্ত্রকের মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে যোগ্যতার মানপত্র প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ই-পঞ্চায়েত পুরস্কার ২০১১-১২

ই-পঞ্চায়েত মিশন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ২০১১-১২ বর্ষে

ত্রিপুরাকে সেরা রাজ্যের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী শ্রী ভি কিশোর চন্দ্র দেও এবং ডোনার মন্ত্রী শ্রীপবন সিং ঘাটোয়ারের উপস্থিতিতে কেন্দ্রের মাননীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীজয়রাম রমেশ গত ২৪শে এপ্রিল ২০১২ জাতীয় পঞ্চায়েতীরাজ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিজ্ঞান ভবনের প্লেনারি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমানিক দে-র হাতে পুরস্কারস্বরূপ একটি মানপত্র এবং নগদ ৫০ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার তুলে দেন।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ই - পঞ্চায়েত পুরস্কার - ২০১০-১১

পঞ্চায়েতের অনলাইন হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ২০১০-১১ বর্ষে ত্রিপুরাকে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ রাজ্যের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারস্বরূপ একটি স্মারক এবং নগদ ৩০ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার নতুন দিল্লীতে ত্রিপুরা সরকারের রেসিডেন্ট কমিশনার শ্রী আর কে ভৈশের হাতে তুলে দেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী বিলাস রাও দেশমুখ। জাতীয় পঞ্চায়েতী রাজ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নয়া দিল্লীর বিজ্ঞান ভবনের প্লেনারি হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

আগরতলা পুর পরিষদকে শ্রেষ্ঠ শহরের সম্মান

শহরাঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে মৌলিক পরিষেবা প্রদান কর্মসূচি (বি এস ইউ পি) প্রকল্পে কুঞ্জবনে ১৬৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আগরতলা পুর পরিষদ আবাসন নির্মাণ করে। নির্মিত প্রকল্পে রয়েছে ২৫৬টি বসত ঘরসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা যেমন— পাকা রাস্তাঘাট, জল নিকাশী ড্রেইন, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, পাম্প ঘর, ময়লা নিকাশী পয়ঃপ্রণালী, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, সাবস্টেশন, রাস্তার আলোর ব্যবস্থা, বাউন্ডারী দেওয়াল, পার্ক এবং কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি। গত ৩০শে জুন ২০১০ এর কাজ সম্পূর্ণ হয়। নির্মিত এই আবাস ভবনের নাম 'বিবেকানন্দ আবাসন' এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন।

এই প্রকল্পের সাফল্যের জন্য আগরতলা পুর পরিষদকে ২০১০-১১ বর্ষে শ্রেষ্ঠশহরের সম্মানে পুরস্কৃত করা হয়। গত ৩রা ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এই পুরস্কার প্রদান করেন।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

শ্রেষ্ঠ শহর পুরস্কার তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েতকে

সুসংহত আবাসন নির্মাণ ও বস্তি এলাকার উন্নয়ন প্রকল্পে (আই এইচ এস ডি পি) কুড়িটি বস্তি এলাকাকে উন্নত করে তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েত। ৭১৯.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পের আওতায় আবাসন নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো যেমন—পাকা রাস্তাঘাট, জল নিকাশী ড্রেইন, পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তার আলোর ব্যবস্থা এবং কঠিন বর্জ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা করা হয়।

সাফল্যের সাথে এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য ২০১১-১২ বছরে শ্রেষ্ঠ শহর হিসেবে তেলিয়ামুড়া নগর পঞ্চায়েতকে পুরস্কৃত করা হয়। গত ১৩ই ডিসেম্বর ২০১১ নতুন দিল্লীতে আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রীয় শহর আবাসন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয়া মন্ত্রী কুমারী শেলজা পুরস্কার স্বরূপ একটি স্মারক এবং তিন লক্ষ টাকা আর্থিক মূল্যের একটি চেক্ তুলে দেন রাজ্যের মাননীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমানিক দে-র হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শহর উন্নয়নমন্ত্রী শ্রীকমল নাথ ও ভারতের পরিকল্পনা কেমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান শ্রীমন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ভারতীয় বিশিষ্ট পরিচয় প্রাধিকরণ (ইউ আই ডি এ আই) 'আধার' প্রকল্পে জনগণের সর্বাধিক অন্তর্ভুক্তির জন্য পুরস্কার

ভারত সরকারের ১২ সংখ্যা বিশিষ্ট নাগরিকের স্বতন্ত্র পরিচয়পত্র 'আধার' প্রকল্প রাজ্যে সর্বপ্রথম নভেম্বর ২০১০ সালে পাইলট প্রকল্প হিসেবে মান্দাই ব্লকে শুরু হয় এবং পরে সারা রাজ্যে এই প্রকল্পের সম্প্রসারণ হয়।

রাজ্যের মোট জনসংখ্যার নব্বই শতাংশের বেশী জানুয়ারি ২০১২-র মধ্যে ইউ আই ডি 'আধার' প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেন।

এই প্রকল্পে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জনসংখ্যার শতকরা সর্বাধিক অন্তর্ভুক্তির জন্য ত্রিপুরাকে আধার এক্সেলেন্স পুরস্কার,২০১১ প্রদান করা হয়। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ নতুন দিল্লীতে এই প্রকল্পে রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শ্রীতরুণকান্তি দেবনাথের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কারস্বরূপ একটি মানপত্র ও স্মারক প্রদান করেন ভারতীয় বিশিষ্ট পরিচয় প্রাধিকরণ (ইউ আই ডি এ আই) -এর চেয়ারম্যান শ্রীনন্দন নীলকানী।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

২০০৯ সালে শ্রেষ্ঠ মৎস্য উৎপাদনকারী রাজ্যের পুরস্কার লাভ

সঠিক পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রযুক্তি অবলম্বনে স্থায়ী ভাবে মৎস্যচাষে সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ মৎস্য উৎপাদনকারী রাজ্যের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গত ২৯শে ডিসেম্বর ২০০৯ সালে মুম্বাই-এ অনুষ্ঠিত ২০তম অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস অব জুলজিতে ত্রিপুরা মৎস্য উৎপাদনে সেরা উন্নত রাজ্যের সম্মান লাভ করে। ইন্ডিয়ান ফিসারিজ এসোসিয়েশান এবং সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ফিশারিজ এডুকেশান-এর পক্ষ থেকে পুরস্কারস্বরূপ একটি ফলক ও মানপত্র প্রদান করা হয়।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ই - গভর্নেন্স পুরস্কার

গ্রামীণ এলাকা ও দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ প্রাথমিক ও প্রতিষেধকমূলক চক্ষু চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক ত্রিপুরা ভিশন সেন্টার নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর, আই এল এন্ড এফ এস-ই টি এস এবং অরবিন্দ চক্ষু চিকিৎসা হাসপাতালের যৌথ প্রচেষ্টায় এই প্রকল্পটি রূপায়ণ করা হয়েছে। গত এপ্রিল ২০০৭ সালে মেলাঘর ব্লকে এই প্রকল্পের সূচনা হয় এবং পরবর্তী সময়ে রাজ্যের অন্যান্য ব্লকগুলিতে এর সম্প্রসারণ করা হয়। এই প্রকল্প নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুরস্কার লাভ করে।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে গোয়ায় অনুষ্ঠিত জাতীয় ই-গভর্নেন্স কনফারেন্সে ২০০৮-০৯ -এ জাতীয় ই-গভর্নেন্স পুরস্কার লাভ করে।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

গত ৫ই আগস্ট ২০১০ হায়দ্রাবাদে ই-ইন্ডিয়া জুরি পুরস্কার (২০০৯-১০)-এ পুরস্কৃত করা হয়।

গত ৯ অক্টোবর ২০১০ নতুন দিল্লীতে 'মন্থন পুরস্কার দক্ষিণ এশিয়া-২০১০' লাভ করে।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

গত ২৫ নভেম্বর ২০১১ নাগাল্যান্ডের কোহিমায় ই-নর্থইস্ট পুরস্কার (২০১১-১২) লাভ করে।

গত ১৫ই ডিসেম্বর ২০১১ গুজরাটের আহমেদাবাদে জুরি চয়েজ পুরস্কার (২০১১-১২) লাভ করে।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য পুরস্কার -২০১০

শ্রীমতি দীপা কর্মকার ঝাড়খণ্ডের রাঁচীতে অনুষ্ঠিত ৩৪তম জাতীয় ক্রীড়া আসরে পাঁচটি স্বর্ণপদক, ২০১১ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়া জিমন্যাস্টিক্স চ্যাম্পিয়ানশিপে দুটি স্বর্ণপদকসহ মোট পাঁচটি পদক এবং মার্চ ২০১২ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় সিনিয়র লেভেল জিমন্যাস্টিক্স্ চ্যাম্পিয়ানশিপে পাঁচটি স্বর্ণপদক জয় করেন। এছাড়াও তাঁর এই সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্ষদের চেয়ারম্যান তাকে নগদ ১৫ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার প্রদান করেন।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

আর্থিক শৃঙ্খলার জন্য পুরস্কার

ত্রিপুরায় ২০০৫ সালে দ্য ফিস্‌ক্যাল রেসপন্স্যাবিলিটি এন্ড ফিন্যান্সিয়্যাল ম্যানেজমেন্ট (এফ আর বি এম) আইন প্রণয়ন করা হয় এবং এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তা অত্যন্ত সুচারুভাবে অনুকরণ করা হচ্ছে।

এফ আর বি এম আইনে আর্থিক শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য ভারত সরকারের স্টেট কনসোলিডেশন এন্ড রিলিফ ফেসিলিটি প্রকল্পে রাজ্য সরকারকে পুরস্কারস্বরূপ (১) ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ২২.২৫ কোটি (২) ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ২২.২৫ কোটি (৩) ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ২২.২৫ কোটি এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১১.১২ কোটি টাকা হিসেবে সর্বমোট ৭৭.৮৭ কোটি টাকার রাজ্য ঋণ ছাড় দেওয়া হয়।

এন এল সি পি আর প্রকল্পের সফল রূপায়ণের জন্য পুরস্কার লাভ

নন-ল্যাপসেব্‌ল সেন্ট্রাল পুল অব রিসোর্সেস (এন এল সি পি আর)-এ অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ সাফল্যের সাথে রূপায়িত করার জন্য ২০১১-১২ অর্থবছরে উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (ডোনার) ত্রিপুরাকে ২০ কোটি টাকার আর্থিক পুরস্কার প্রদান করে।

ত্রিপুরাকে পুরস্কার ও স্বীকৃতি

আই বি এন-৭ ডায়মন্ড স্টেটস্ পুরস্কার-২০১১

পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি রূপায়ণে দেশের ক্ষুদ্ররাজ্যসমূহের ক্যাটাগরিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০১১ নয়াদিল্লীতে ত্রিপুরাকে শ্রেষ্ঠ রাজ্যের সম্মানে ভূষিত করা হয়।

ইন্টারন্যাশনাল কনসালটিং গ্রুপ—কে পি এম জি-এর সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর ড. বিমল জালানের নেতৃত্বে গঠিত বিচারকমণ্ডলী এই পুরস্কার প্রদান করেন।

গ্লোবাল পটেটো কনফারেন্স-২০০৮ এ সংবর্ধনা

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আলু চাষে একজন প্রগতিশীল সফল কৃষক হিসেবে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজারের শ্রীধীরেন্দ্র সরকারকে গত ৯-১২ ডিসেম্বর ২০০৮ নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'গ্লোবাল পটেটো কনফারেন্স-২০০৮' অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়।

পুরস্কারস্বরূপ তাকে একটি স্মারক ও একটি মানপত্র প্রদান করেন ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ আই সি এ আর-এর উপ-মহানির্দেশক ড. এইচ কে সিং।

Printed by : Jnan Bichitra Press, Agartala, Phone : 232 3781 / 232 6342, Mob : 09436586254